Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.com

The Message

www.themessagecanada.com

VOLUME 7, ISSUE 2 MAR-APR, 2013

আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুহাম্মাদ (সা.)-কে অবমাননার পরিণতি

মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। নবীগণ ছিলেন মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, প্রত্যেক নবীই তাঁর স্বজাতির পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকমের বাঁধা বিপত্তি, অবমাননার শিকার হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর এমনিভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর জন্যে বহু শয়তানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি, তাদের কতক শয়তান মানুষের মধ্যে এবং কতক শয়তান জ্বিনদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে, এরা একে অপরকে কতগুলো মনোমুগ্ধকর, ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে, আর আপনার রবের ইচ্ছা হলে তারা এমন কাজ করতে পারত না, সুতরাং আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলোকে বর্জন করে চলুন। [সূরা আল-আন'আম-১১২]

---- *বাকী অংশ ২য় পাতায়*

আমাদের মুসলিম ঘরের ছেলেমেয়েরা কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে

আমাদের বাংলাদেশের মুসলিম ঘরের ছেলেমেয়েরা কেন নাস্তিক বা ইসলাম বিদ্বেষী হচ্ছে? কেনইবা নন-প্র্যাক্টিসিং মুসলিম হচ্ছে! হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো কেউ আমাদের বাংলাদেশের মুসলিম ঘরের ছেলেমেয়েদেরকে দিন দিন ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ইসলাম বিদ্বেষী করে তুলছে, নাস্তিক বানিয়ে ফেলছে! এর কারণ কী?

আমাদের মুসলিম ঘরের ছেলেমেয়েরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে পারিবারিক অসচেতনতা। যেমন নিজ ফ্যামিলি, অর্থাৎ পিতামাতা। পুরো পরিবার এজন্য অনেকাংশে দায়ী, কারণ তারা তাদের সন্তানদের নিয়ে এই বিষয়ে খুব একটা চিন্তিত না। আমরা জানি বাংলাদেশের ৯০% লোক মুসলিম। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এদের খুব অল্প সংখ্যকই ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো জানেন বা ভালো করে বুঝেন। সন্তানেরা নিজ ঘরে ছোটবেলা থেকেই তেমন একটা ইসলামিক পরিবেশ দেখে না। সন্তানরা জন্মের পর থেকে নিজ ঘরে বাবা-মাকে ঠিক মতো নামায-রোযা করতে দেখে না, যাকাত দিতে দেখে না। সন্তানেরা নিজ মা, ফুফু, খালাদেরকে পর্দা করতে দেখে না। কুরআন পড়তে দেখে না। সন্তানেরা নিজ ঘরে অনৈসলামিক অনুষ্ঠান, কর্মকান্ড এবং সামাজিকতা দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি জরিপে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের ৯৮% মানুষ নামায পড়ে না। আর আল্লাহ সূরা আনকাবুতের ৪৫নং আয়াতে বলছেন "নিশ্চই নামায মানুষকে সমস্ত পাপ কাজ এবং অশ্লিলতা থেকে দূরে রাখে"।

---- *বাকী অংশ ৭ম পাতায়*

From the Qur'an:

📖 সে [শয়তান] বলল ঃ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো। *(সূরা সা'দ ৩৮ ঃ ৮২)*

From the Hadith:

📖 রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুর শিরক করার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামে যাবে। *(সহীহ মুসলিম)*

ভেতরের পাতায়

বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনী জানেনা	২	*নববর্ষ ও আমাদের সতর্কতা*	৫
মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করলে কী হবে?	৩	*মোমবাতি প্রজ্জলন করলে ক্ষতি কী?*	৬
মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদেশ নিষেধ মানতে আমরা বাধ্য কিনা?	৩	*"লাকুম দ্বীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন" এর ভুল ব্যাখ্যা*	৬
ইসলাম নিয়ে বিদ্রূপের ভয়ঙ্কর প্রবণতা	৪	*টেকনোলজি ও ব্লগিংয়ের অপব্যবহার*	৮

আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুহাম্মাদ (সা.)-কে অবমাননার পরিণতি

আর এই ধারাবাহিকতা থেকে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সা.)-ও মুক্ত ছিলেন না। তাঁর উপরও নবুওয়তী জীবনের শুরু থেকে বিভিন্ন রকমের কটুক্তি, অবমাননা এমনকি তাঁর পরিবারের উপরও অপবাদ দেয়া হয়েছে। মূলত ইসলাম এবং নবীর প্রতি হিংসার কারণেই অমুসলিমরা একাজ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, যা সফল হবার নয়। [সূরা গাফির-৫৬]

বাস্তবে হিংসা তাদেরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে, ইসলাম এবং নবীর কোনো ক্ষতিই তারা করতে পারেনি। নবী (সা.) বলেন ঃ

তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, কীভাবে আল্লাহ আমাকে কোরাইশদের অবমাননাকর গালি, অভিসম্পাত থেকে পবিত্র রাখেন, তারা আমাকে মুযাম্মামকে (নিন্দিতকে) গালি দেয়, মুযাম্মামকে অভিসম্পাত করে, আর আমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত) ।

তারা নবীকে নিয়ে যতই কটুক্তি এবং অবমাননা করেছে আল্লাহ ততই তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

"আর আমরা আপনার খ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি। [সূরা আশ-শারহ্-৪)।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের আযানে বিশ্বব্যাপী মসজিদে মসজিদে তাঁর নাম উচ্চারিত হচ্ছে। মুয়ায্যিন বলছে,

(আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্) "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল।"

একজন অমুসলিম মনীষী রসূল (সা.) এর প্রশংসায় বলেন ঃ

"মুহাম্মাদ (সা.) একমাত্র নবী যার জীবনচরিত সূর্যের আলোর ন্যায় স্পষ্ট "।

তাঁর অবমাননাকারীদের অবমাননা থেকে তাঁকে রক্ষার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ্ বলেন,

"অবমাননাকারীদের জন্য আমরাই আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট।" [সূরা আল-হিজর-৯৫]। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন,

"আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?" [সূরা আয-যুমার : ৩৬]

এই আয়াতের তাফসীরে সুদ্দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ যে কেউই রসূল (সা.) এবং তাঁর আনিত বিধান নিয়ে বিদ্রূপ বা অবমাননা করেছে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করেছেন এবং নির্মম শাস্তি দিয়েছেন।

যুগে যুগে যারা নবী (সা.)-কে অবমাননা করেছে তাদের কেউ রক্ষা পায়নি, আল্লাহ তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন, "নিশ্চয়ই যারা রসূল (সা.)-কে কষ্ট দেয়, তাঁকে অবমাননা করে, আল্লাহ তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন, তিনি তাঁর দ্বীনকে বিজয় করবেন, আর মিথ্যুকদের মিথ্যা রটনাকে মিথ্যায় পরিণত করবেন, যদিও মুসলিমরা তাদেরকে শাস্তি দিতে না পারে।"

পরিণতি ঃ রসূল (সা.)-কে অবমাননা করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কখনও কখনও সেটা দুনিয়ার জীবনেও অবমাননাকারীর উপর নেমে আসে, আবার কখনও কখনও সেটা আখিরাতের জন্য বরাদ্দ থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।" [সূরা আল-আহযাব : ৫৭]

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নাসারা ছিল সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং সূরা আল-বাকারা ও আলে ইমরান শিখল। সে নবী (সা.)-এর নিকট কেরাণীর কাজ করত। সে পুনরায় নাসারা হয়ে গেল এবং বলতে লাগল মুহাম্মাদ আমি যা লিখি তাই বলে এর বাইরে সে আর কিছুই জানে না। এরপর সে মারা গেল, তখন তার সাথীরা তাকে দাফন করল, সকালে উঠে দেখল তার লাশ বাইরে পড়ে আছে, তখন নাসারারা বলতে লাগল মুহাম্মাদের সাথীরা এই কাজ করেছে কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছিল। তখন তারা আরো গভীর করে কবর খনন করে তাকে আবার দাফন করল, আবার সকালে উঠে দেখল তার লাশ বাইরে পড়ে আছে। তখন তারা বলল এটা মুহাম্মাদ এবং তার সাথীদের কাজ; কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে এসেছিল। তখন তারা আবার আরো গভীর করে কবর খনন করল এবং তাকে দাফন করল, আবার সকালে উঠে দেখল তার লাশ আবার বাইরে পড়ে আছে, তখন তারা বুঝল এটা কোনো মানুষের কাজ নয়, তখন তারা তার লাশ বাইরেই পড়ে থাকতে দিল। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

--- islamhouse.com

বাংলাদেশের বেশীরভাগ ছেলেমেয়েরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিস্তারিত জীবনী জানেনা

আমাদের বাংলাদেশের সন্তানেরা জানে না পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি কে? তারা জানে না রসূল (সা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ পিতা, শ্রেষ্ঠ স্বামী, শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী, শ্রেষ্ঠ দরদী, শ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক, শ্রেষ্ঠ দানশীল, শ্রেষ্ঠ সামরিক কমান্ডার, শ্রেষ্ঠ সংগঠক, শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র পরিচালক, শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

বাংলাদেশের বেশীরভাগ ছেলেমেয়েরাই রসূল (সা.)-এর বিস্তারিত জীবনী জানে না, রসূল (সা.)-এর সঙ্গী-সাথী অর্থাৎ সাহাবাদের জীবনী জানে না। ইসলামের সঠিক ইতিহাস জানে না। এমনকি বাবা-মায়েরাও জানেন না। যার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে ইসলাম এসেছে এবং ইসলাম বাস্তবায়িত হয়েছে তার জীবনী জানা আমাদের খুবই জরুরী।

---- বাকী অংশ ৩য় পাতায়

বাংলাদেশের বেশীরভাগ ছেলেমেয়েরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিস্তারিত জীবনী জানেনা

আমাদের দেশে রবীন্দ্র নাথ, নজরুল ইসলাম, লালন ফকির, জসিম উদ্দিন, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, আব্বাস উদ্দিন, জয়নুল আবেদীন, শামসুর রহমান, হুমায়ুন আহমেদ বিভিন্ন প্রতিভাদের নিয়ে নানা রকম সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কসপ, সপ্তাহব্যাপি আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলোতে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে, উসমানি মিলনায়তনে, টিএসসিতে বছরের বিভিন্ন সময়ে উৎযাপিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে বুদ্ধিজীবি, কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কবি-সাহিত্যিক, লেখক-লেখিকা, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোকেরা খুবই আগ্রহের সাথে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই ধরণের আয়োজকরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা মুহাম্মাদ (সা.)-কে নিয়ে কোন সেমিনার-ওয়ার্কশপ করেন না। একুশের বই মেলায় হাজার হাজার বই প্রকাশ পায় কিন্তু মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনী প্রকাশ হয় না। তাই ঐ শ্রেণীর অডিয়েন্সরা রসূল মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে তেমন কিছু একটা জানেন না। মাদ্রাসার হুজুররা শীতকালে প্যান্ডেল করে যে ওয়াজ মাহফিল করেন তাতে ঐ শ্রেণীর অডিন্সেরা অংশগ্রহণও করেন না।

নজরুল একাডেমী, বাংলা একাডেমী, ভাষা ইনস্টিটিটিউট, রবীন্দ্র কুঠি বাড়ি মিউজিয়াম ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা পরিষদ এবং গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। অনেকে নজরুল ইসলামের উপর বা কবী গুরু রবী ঠাকুরের উপর পি.এইচ.ডি করেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা.)-কে নিয়ে কোন গবেষণার সুযোগ নেই, ইনস্টিটিউটও নেই। মুহাম্মাদ (সা.)-কে নিয়ে টিভিতে কোন টক শো হয় না। টি.এস.সিতে সপ্তাহব্যাপি কবিতা উৎসবের মতো মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনী নিয়ে কোন উৎসব হয় না। যার কারণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি সম্পর্কে এযুগের আধুনিক ছেলেমেয়েরা অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে।

মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করলে ঈমান থাকবে কিনা?

- আমাদের রসূল (সা.)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করা যাবে না। কারণ, মুহাম্মাদ (সা.) যে আল্লাহর রসূল এবং তাকে অনুসরণ করা এই সাক্ষ্য দেয়া ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের এক স্তম্ভ।

- মুহাম্মাদ (সা.) তার জীবনে যা কিছু বলেছেন বা করেছেন তা মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই করেছেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় কিছু করেননি। তাই রসূল (সা.)-এর সমস্ত কথাই আমাদেরকে মান্য করতে হবে।

- রসূল (সা.) সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করা বা সত্যবাদিতা সম্পর্কে বা আমানত বা পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা যাবে না। রসূল (সা.)-কে গালি দেয়া, অথবা কোন ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, অথবা তার অবমূল্যায়ন করা অথবা তার কার্যসমূহ সম্পর্কে কোন আজেবাজে কথা বলা যাবে না।

- রসূল (সা.)-এর কোন সহীহ হাদীস সম্পর্কে খারাপ কথা বলা বা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা অথবা তিনি যদি কোন সত্য খবর দিয়ে থাকেন তাকে অস্বীকার করা যাবে না।

- রসূল (সা.)-এর বহু বিবাহ নিয়ে কোন খারাপ মন্তব্য করা যাবে না। রসূল (সা.) এবং মা আয়িশার বাল্য বিয়ে নিয়ে কোন প্রকার খারাপ মন্তব্য করা যাবে না।

- রসূল (সা.)-এর বিচার ব্যবস্থা নিয়ে কোন খারাপ মন্তব্য করা যাবে না।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদেশ নিষেধ পালন করতে আমরা বাধ্য কিনা?

- "আল্লাহর রসূল নিজের প্রবৃত্তি থেকে কিছুই বলেন না, তাঁর কথা হল ওয়াহী যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়।" (সূরা আন নাজম ৫৩ ঃ ৩-৪)

- "আর রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক।" (সূরা আল হাশর ৫৯ ঃ ৭)

- "আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করে তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর ঐ নির্দেশের ব্যতিক্রম করার কোন অধিকার থাকে না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করল, সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।" (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৩৬)

- "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন যাতে তারা সর্বদা-চিরকাল অবস্থান করবে।" (সূরা আল জ্বিন ৭২ ঃ ২৩)

- "কিন্তু না, তোমার রবের কসম! তারা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত তারা তাদের যাবতীয় বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে তোমাকে বিচারক সাব্যস্ত না করে এবং তুমি যে ফায়সালা প্রদান কর তা দ্বিধাহীন চিত্তে পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে গ্রহণ করে না নেয়।" (সূরা আন নিসা ৪ ঃ ৬৫)

- "সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে কিংবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাময় আযাব নাযিল হয়ে পড়ে।" (সূরা আন নূর ২৪ ঃ ৬৩)

ইসলাম নিয়ে বিদ্রূপের ভয়ঙ্কর প্রবণতা

---- Islamhouse.com

যে কর্মগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে মানুষ ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায় এবং জাহান্নাম হয়ে যায় তার স্থায়ী ঠিকানা, তার একটি হলো আল্লাহ, তাঁর রসূল (সা.), তাঁর কিতাব (কুরআন) অথবা মুমিনদের বিদ্রূপ করা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রয়োজন সুপরিসর জায়গা এবং দীর্ঘ সময়। তাই আমরা নিচের কয়েকটি উপশিরোনামে ভাগ করে বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. বিদ্রূপের সংজ্ঞা এবং এর কিছু দৃষ্টান্ত।
২. বিদ্রূপের বিধান, বিদ্রূপকারীর কুফরের প্রমাণ এবং এ ব্যাপারে আলিমদের অভিমত।
৩. বিদ্রূপকারীর তাওবার বিধান, তা কবুল হবে কি হবে না?
৪. বর্তমান যুগের বিদ্রূপের কিছু চিত্র।

আলিমের মতে বিদ্রূপ দুই প্রকার। যথা :

১. প্রত্যক্ষ বিদ্রূপ ঃ

যেমন ঐ ব্যঙ্গোক্তি যা সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছিল। আর তা হলো, মুনাফিকদের বাক্য : 'আমাদের এই পাঠকদের মতো আর দেখিনি, এরা সবচেয়ে বড় পেটুক। কিংবা এই ধরনের যে কোনো কথা যা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হিসেবেই বলা হয়ে থাকে। যেমন কেউ বলল, তোমাদের এ ধর্ম হলো পঞ্চম ধর্ম। অথবা কেউ বলল, তোমাদের ধর্ম কদাকার। কিংবা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকারীকে দেখে কেউ বলল, দেখ তোমাদের সামনে এক জব্বর পরহেযগার এসেছে। এককথায় উপহাস ও বিদ্রূপের হেন বাক্য নেই যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। [মাজমু'আতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা : ৪০৯]

শায়েখ ফাওযান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এসব কথার মতোই অভিন্ন হুকুম সেই কথাগুলোর বর্তমানে যা অনেকে উচ্চারণ করে থাকেন। যেমন : 'আরে এই একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম অচল', 'ইসলাম এক মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা', 'ইসলাম মানে পশ্চাৎপদতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা', 'ইসলামের দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি বিধিতে রয়েছে বর্বরতা ও অমানবিকতা', 'তালাক বৈধ করে এবং একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়ে ইসলাম নারীর উপর জুলুম করেছে' ইত্যাকার উক্তি। এসবের সঙ্গে আরও যোগ করা যায় নিচের উক্তিগুলোকে :

'শরীয়া ব্যবস্থার চেয়ে মানব রচিত ব্যবস্থায়ই আমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর'। কেউ শিরক ও কবরপূজা পরিহার করে তাওহীদের প্রতি সমর্পিত হবার আহ্বান জানালে তাকে এমন বলা, 'সে একজন চরমপন্থী', 'সে মুসলিম জামাতে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চাইছে', 'সে ওহাবী', 'সে দেখছি পঞ্চম মাজহাব প্রবর্তন করতে চাইছে'। এককথায় ইসলাম, মুসলিম ও বিশুদ্ধ আকীদার প্রতি বিদ্রূপাত্মক সব কথাই এর অন্তর্ভুক্ত। [কিতাবুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা : ৪৭]

২. পরোক্ষ বিদ্রূপ ঃ

পরোক্ষ বিদ্রূপ বা কটাক্ষের কোনো নির্ধারিত সীমা বা বাক্য নেই। যেমন : পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় কিংবা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস চর্চা বা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে দেখে চোখ টিপে দেয়া, জিভ বের করা, ঠোঁট প্রলম্বিত করা কিংবা হাতে ইশারা করে ভেংচি কাটা ইত্যাদি। [মাজমু'আতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা : ৪০৯]

ইসলাম নিয়ে বিদ্রূপের পরিণাম ঃ

ইসলামকে বিদ্রূপ করা, ব্যঙ্গ বা কটাক্ষ করা সরাসরি কুফরের নামান্তর। যে দশটি কাজের মাধ্যমে মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় তার অন্যতম এ বিদ্রূপ। তাছাড়া এটি মুনাফিকদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? (সূরা আত-তাওবা ঃ ৬৫)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,
নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মুমিনদেরকে নিয়ে হাসত। আর যখন তারা মুমিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে বিদ্রূপ করত। আর যখন তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসত। আর যখন তারা মুমিনদের দেখত তখন বলত, 'নিশ্চয় এরা পথভ্রষ্ট'। (সূরা আল-মুতাফফিফীন ঃ ২৯-৩২)

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, আল্লাহ, তাঁর কুরআনের আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলকে কটাক্ষ করা কুফুরী। এর মাধ্যমে একজন মানুষ ঈমান আনার পরও কাফির হয়ে যায়। [মাজমু' ফাতাওয়া # ২৭৩/৭]

শায়খ সুলায়ইমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহাব বলেন, যে এ ধরনের কিছু বলবে তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে সকল আলিম একমত। অতএব যে আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল অথবা তাঁর দ্বীনকে বিদ্রূপ করবে, প্রকৃতই ঠাট্টাচ্ছলে এমন বললে সবার ঐকমত্যে সে কাফির হয়ে যাবে। [তাইসীরুল আযীযিল হামীদ : ৬১৭]

শায়খ মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম রহ. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে দাড়িকে ঘৃণা করবে এবং বলবে এটি আবর্জনা, সে কি মুরতাদ হয়ে যাবে? উত্তরে তিনি বলেন, যদি সে জানে যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক দাড়ি প্রমাণিত, তাহলে তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দ্বীনকে অস্বীকার করার শামিল হবে। ফলে তাকে মুরতাদ আখ্যা দেয়াই হবে যুক্তিযুক্ত। [ফাতাওয়া শায়খ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম # ১৯৫/১১]

'নিশ্চয় বান্দা অনেক সময় এমন বাক্য উচ্চারণ করে যার অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে ভেবে দেখা হয় না। অথচ তা তাকে জাহান্নামের এত নিচে নিক্ষেপ করে যার দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝের দূরত্ব থেকেও বেশি।' [সহীহ বুখারী # ৬৪৭৭; সহীহ মুসলিম # ৭৬৭৩]

---- বাকী অংশ ৫ম পাতায়

বিদ্রূপকারীর তাওবা ঃ

বিদ্রূপকারীর তাওবা সম্পর্কে শায়খ ইবন উসাইমীন (রহ.) তদীয় 'আল-কাওলুল মুফীদ ফী শারহি কিতাবি আত-তাওহীদ' গ্রন্থে বলেন, 'অতপর জেনে রাখুন, আল্লাহ, রসূল ও কুরআনকে কটাক্ষকারীর তাওবা গ্রহণযোগ্য কি-না এ সম্পর্কে আলিমগণের দুই রকম মত ব্যক্ত হয়েছে :

প্রথম : তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়। হাম্বলীদের মাঝে এ মতটি অধিক প্রসিদ্ধ। আদালত তাকে কাফির হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবে। তার জানাযা পড়া হবে না আর তার জন্য দু'আও করা হবে না। মুসলিমদের কবরস্থান থেকে দূরে কোথাও তাকে কবর দেয়া হবে। যদিও বলা হয় সে তওবা করেছে অথবা ভুল করেছে। কারণ, তাঁরা বলেন, এই ধর্মত্যাগ বা আল্লাহদ্রোহীতার ব্যাপারটি বড় ভয়াবহ। এর তাওবাও কার্যকর হয় না।

দ্বিতীয় : তবে অপর একদল আলিমের মতে, তার তাওবা কবুল করা হবে যখন আমরা জানব যে সে আন্তরিকভাবে তাওবা করেছে, হৃদয় থেকে ভুল স্বীকার করেছে এবং আল্লাহকে তাঁর যথাযোগ্য বিশেষণে বিশেষিত করেছে। আর তাঁরা তা বলেছেন তাওবা কবুলের ঘোষণা সম্বলিত আয়াতটি ব্যাপক হবার যুক্তিতে। আল্লাহ যেমন বলেছেন,

বল, 'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আয-যুমার ঃ ৫২) ['আল-কাওলুল মুফীদ ফী শারহি কিতাবি আত-তাওহীদ # ২৬৮/২]

ইদানীং ইসলামকে বিদ্রূপ ও কটাক্ষের যেসব রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তার মধ্যে রয়েছে ওই সব কটূক্তি ও ব্যঙ্গচিত্র যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ফেইসবুক ও ব্লগে দেখা যায়। তথাকথিত মত প্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে এসব প্রকাশ করা হলেও এসবের পশ্চাতে থাকে দ্বীন ইসলাম বিমুখতা ও ইসলাম থেকে বিদ্রোহের মানসিকতা।

একজন এঁকেছে একটি মোরগ আর তার অনুসরণ করছে চারটি মুরগী। এর মাধ্যমে সে একাধিক বিয়েকে ব্যঙ্গ করেছে। আরেকজন একটি প্রবন্ধ লিখেছে, যাতে হিজাব ও পর্দা বিধানের উপর ন্যাক্কার হামলা চালানো হয়েছে। সে বলছে এটি হলো পশ্চাৎপদতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রকাশ। আরেক জনকে দেখা গেছে সে পবিত্র কুরআনকে কবিতা বানিয়ে গানের মতো বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সুর দিয়ে পড়ছে। এসব ব্যঙ্গচিত্র ও কটূক্তির সাথে জড়িতদের এ কাজের জাহান্নামে ভয়াবহ অশুভ পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী।' (সূরা আন-নিসা ঃ ১৪০)

শায়খ আবদুল আযীয ইবন বায (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যেসব পত্রিকা ও ব্লগ বা বই-পুস্তক নাস্তিক্যবাদী প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ব্যঙ্গচিত্র ছাপে এবং কাফির, ফাসেক ও বিশৃঙ্খলাকারীদের ইন্ধন যোগায়, সেসব কেনা-বেচা এবং তার প্রচার করা কি জায়েয আছে?

তিনি উত্তর দেন : যেসব পত্রিকা এ কাজ করে ওয়াজিব হলো তাদের বয়কট করা এবং সেগুলো ক্রয় না করা। আর রাষ্ট্র যদি ইসলামি হয় তাহলে কর্তব্য হবে তা নিষিদ্ধ করা। কারণ সমাজ ও মুসলিমদের জন্য এসব বড্ড ক্ষতিকর। তাই মুসলিমদের দায়িত্ব হবে এসবের কেনা ও বেচা এবং এসবের যে কোনো ধরনের প্রচার বর্জন করা আর মানুষকে এসব বর্জনের প্রতি আহ্বান জানানো। এদিকে দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হবে এসবকে একেবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। [আল-মাওসু' আল-বাযিয়া ফিল মাসাইলিন নিসাইয়্যা # ১২৭৪/২]

নববর্ষ ও আমাদের সতর্কতা

শিরক হচ্ছে আল্লাহ বিরোধী কাজ। মনে রাখতে হবে যে শিরকের গুনাহ আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না। আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আমাদের মনে কালচারের নামে আল্লাহ-বিরোধী বিশ্বাস নিয়মিত ঢুকছে? যেমন, বৈশাখী মেলার নামে অনেক কাজকর্মই হয়ে থাকে যা সুস্পষ্ট শিরক এবং ইসলাম বিরোধী। বৈশাখী মেলার মঙ্গল শোভা যাত্রা এবং এর জন্য যেসকল মুর্তি বানানো হয় তা সবই শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

ভুল ধারণার অপনোদন ঃ আমরা বলে থাকি পহেলা বৈশাখ পালন হচ্ছে বাঙালী কালচারাল অনুষ্ঠান, এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা বাঙালী জাতি হিসেবেই পহেলা বৈশাখ পালন করে থাকি, এতে অসুবিধা কোথায়? অবশ্যই ধর্মের জায়গায় ধর্ম আর জাতির জায়গায় জাতি। সর্ব প্রথম দেখতে হবে আমার পরিচয় কী? আমার পরিচয় হচ্ছে আমি মুসলিম। জাতিগতভাবে একজন মুসলিম হতে পারে সে বাঙালী, হতে পারে ইংরেজ, হতে পারে চাইনিজ অথবা হতে পারে আফ্রিকান নিগ্রো। এই সকল জাতি তার জাতিগত কালচারাল অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে কিন্তু অবশ্যই একজন মুসলিম হিসেবে যেন তা ইসলামিক আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। কারণ আকিদা হচ্ছে ঈমানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। তাই আমি যেই জাতির মুসলিম-ই হই না কেন একজন ঈমানদার মুসলিম হিসেবে আগে আমাকে ইসলামিক আকিদাগত বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব ভাল করে পড়াশোনা করে জেনে নিতে হবে যে আমি কী করতে পারবো আর কী করতে পাবো না। কোন ভাবেই যেন হালালের সাথে হারাম সংমিশ্রণ হয়ে না যায়।

যেমন চাইনিজদের সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে 'চাইনিজ নিউ ইয়ার'। এই সময় তাদের সাতদিন সরকারী ছুটি থাকে এবং এই সাতদিন ধরে চলে তাদের নানারকম কালচারাল অনুষ্ঠান। চাইনিজদের মধ্যেও অনেক মুসলিম রয়েছে। তারা কী তাদের জাতির ঐ সাতদিন ব্যাপি 'চাইনিজ নিউ ইয়ার' অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে? অবশ্যই মুসলিম চাইনিজরা তা পালন করে না। কারণ ঐ সাতদিন ব্যাপি যে কালচারাল অনুষ্ঠান হয় তা ইসলামি অকিদা অর্থাৎ ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই শুধু ১লা বৈশাখ নয় মুসলিমরা 31st Night-ও পালন করতে পারবে না।

মোমবাতি প্রজ্জলন করলে ক্ষতি কী?

---- *আবু জারা*

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার টুইন টাউয়ার ভেঙ্গে পরার পর শতশত মানুষ মারা যায়। অতঃপর নিহতদের আত্মীয়স্বজন এবং আমেরিকানরা মোমবাতি জ্বালিয়ে শোক পালন করে। তারপর থেকে আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে কিছু হলেই মোমবাতি জ্বালিয়ে নানারকম শোক পালন বা উৎসব পালন করা হয়। এর আগে এই মোমবাতি জ্বালানোটা এতোটা প্রকট ছিল না। দিনের পর দিন এই মোমবাতি প্রজ্জলন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মহল্লা, শহর, বিভাগ অর্থাৎ দেশের সর্বত্র পৌঁছে গেছে। অনেকেরই প্রশ্ন এই মোমবাতি জ্বালালে ক্ষতি কী? ইসলাম কেন এর বিরোধিতা করে? এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হচ্ছে ঃ

ইসলামি সন ৪০০ হিজরীর পূর্বেই সকল অগ্নিপূজকদের রাজ্যসমূহ মুসলিমদের দখলে এসে যায়। এরই মধ্যে 'বারামাকা' নামক এক শ্রেণীর অগ্নিপূজক প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু সত্যিকার অর্থে মনেপ্রাণে তারা অগ্নিপূজকই থেকে যায়। তাই এরা মুসলিমদের ছদ্মাবরণে অগ্নিপূজার এক নতুন পন্থা হিসেবে উদ্ভাবন করে শবে বরাত নামক বিদ'আতটি। এরা শবে বরাতে এই সলাতের জন্য মসজিদের ভিতরে ও বাইরে অসংখ্য আলো জ্বালাতো, সম্পূর্ণ মসজিদকে আলোতে ডুবিয়ে রেখে অগ্নিপূজার মন্দিরে পরিণত করতো। এভাবে আগুন দিয়ে গোটা মসজিদকে সাজিয়ে যখন সলাত আদায় করতো তখন তাদের চারদিকেই থাকতো আগুন। এই সলাত পড়ার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি নয় বরং আগুন পূজা ও আগুনকে সিজদাহ করা। বারামাকা নামক সেই মুসলিম নামধারী ছদ্মবেশী অগ্নিপূজকদের ফাঁদে পা দিয়ে সরলমনা মুসলিমরাও মাসজিদে জমা হতো। আর এভাবেই তখন থেকে সওয়াবের কাজ মনে করে চলে আসছে শবে বরাত নামক বিদ'আত।

তাই সওয়াবের কাজ হোক আর নাই হোক আগুন জ্বালিয়ে কোন প্রকার অনুষ্ঠান বা উৎসব করা ইসলাম বিরোধী এবং এটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশের মানুষ এই মোমবাতি প্রজ্জলনে এতোটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে অনেকেরই হয়তো এটা মেনে নিতে কষ্ট হবে। তাই এই বিষয়ে আরো পরিষ্কার হওয়ার জন্য "ইসলামি আকীদার" উপর আরো অনেক গভীর জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। কারণ একজন মুসলিমের ঈমানের মূলধনই হচ্ছে সহীহ আকীদা, কারো আকীদাই যদি ঠিক না থাকে তাহলে তার ঈমান নিয়ে সংশয় দেখা দিবে। তাই আগুন নিয়ে মুসলিমরা কী কী করতে পারবে আর কী কী করতে পারবে না তা প্রতিটি মুসলিমেরই জানা থাকা অবশ্যই কর্তব্য, কারণ এটি ঈমানের অংশ।

সমাধান ঃ কয়েকটা বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় তর্কবিতর্ক হচ্ছে। বিষটা সকলের নিকট পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। সে বাঙালি হোক আর ইংলিশ হোক অন্য ধর্মের লোকেরা অবশ্যই মোমবাতি জ্বালিয়ে উৎসব করতে পারবে, শোক পালন করতে পারবে এতে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ইসলামের ফরমুলা হচ্ছে কোন মুসলিম এই ধরণের কোন কাজ করতে পারে না, অর্থাৎ আগুন নিয়ে কোন উৎসব করতে পারে না। আরো অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইসলামি দৃষ্টিকোন থেকে কোন মুসলিম শিখা অর্নিবানে সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না, কোন গেইমস বা অলিম্পিকের শুরুতে মশাল জ্বালাতে পারে না, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালাতে পারে না, মঙ্গল শোভা যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, পহেলা বৈশাখ উৎযাপন করতে পারে না, শহীদ মিনারে ফুল দিতে পারে না, কোন সৃতিসৌধে ফুল দিতে পারে না, কোথাও মাথা নত করতে পারে না, একমিনিট নিরবতা পালন করতে পারে না।

এই বিষয়গুলো নিয়ে যেন আমরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করি। এর সাথে দেশের প্রতি ভালবাসা কম বা বেশী অথবা দেশের প্রতি শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা ইত্যাদি বলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করা ঠিক নয়। এগুলো কোন ব্যক্তির মতামত নয়, বিষয়গুলো ইসলাম সাপোর্ট করে না। এই বিষয়গুলো মুসলিম বাদে সকল ধর্মের লোকেরাই পালন করতে পারবেন এবং তাদেরকে কোন প্রকার বাঁধাও দেয়া যাবে না। যদি কেউ নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করেন আর সে যদি এই কাজগুলো করেন তাহলে গুনাগার হবেন। এখানে বাড়াবাড়ির কিছু নেই।

"লাকুম দ্বীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন" এর ভুল ব্যাখ্যা

অনেক বুদ্ধিজীবি এবং রাজনীতিবিদরা সূরা কাফিরুনের শেষের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করেন। তারা বলেন আল্লাহ নিজেই তো ধর্ম নিরপেক্ষ। তখন তারা সূরা কাফিরুনের শেষ আয়াতটি কোট করে বলেন যে "লাকুম দ্বীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন" অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার আমার ধর্ম আমার। কিন্তু তারা এই সূরার আগের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পড়েন না এবং এই সূরা নাযিলের উদ্দেশ্যই জানেন না যে কখন এবং কেন আল্লাহ তার নবীকে এই কথা বলতে বলেছেন কাফিরদেরকে। দেখা যাক পুরো সূরাতে আল্লাহ কাফিরদেরকে কী বলছে। আল্লাহ নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে বলছেন...

(১) বল ঃ হে কাফিররা! (২) আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর। (৩) এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। (৪) এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছো। (৫) এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।

কারণ কাফিররা যখন ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করছিল না এবং এক পর্যায়ে তারা রসূল (সা.)-কে প্রস্তাব দিয়েছিল যে ঠিক আছে আসুন আমরা একটা চুক্তি করি। আপনি কিছুদিন আমাদের মুর্তি পূজা করবেন তারপর আমরা কিছুদিন আপনার ইসলাম পালন করবো। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা কঠোর হয়ে বলেছেন ঐ চুক্তির কোন প্রয়োজন নেই, তোমার ধর্ম তোমার আমার ধর্ম আমার। অর্থাৎ এই আয়াত এবং এই সূরা ধর্ম নিরপেক্ষতার সম্পূর্ণ বিপরীত। শেষের এই আয়াত বুঝার জন্য আমাদেরকে মক্কী সূরার সবগুলো তাফসীর ভাল করে পড়তে হবে। শুধু মাঝখান থেকে একটি বা দুটি আয়াত নিয়ে কোট করলে হবে না।

আমাদের মুসলিম ঘরের ছেলেমেয়েরা কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে

বিজাতীয়দের প্রভাব

- আমাদের সন্তানদের ইসলাম বিমুখ করার পেছনে যতোগুলো শক্তি কাজ করছে তার মধ্যে অন্যতম হলো বিজাতীয় দেশ। তারা সুকৌশলে আমাদের মধ্যে তাদের অশ্লিল সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিচ্ছে।
- ডিস এবং ক্যাবল কানেকশনের কারণে শতশত বিজাতীয় চ্যানেল আমাদের দেশে প্রচারিত হচ্ছে। তাদের সিরিয়াল-নাটক-সিনেমা-নাচ-গান, ম্যাগাজিন, অখাদ্য-কুখাদ্য সব আমাদের মধ্যে চলে আসছে।
- এখন এমন হয়েছে যে, বাংলাদেশের একটি ছোট্ট শিশুও হিন্দিতে কথা বলতে পারে এবং হিন্দি কথা বুঝে। অথচ ১৯৫২-তে আমরা বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছি। আর আজ সেই জায়গায় হিন্দি এসে স্থান করে নিচ্ছে।
- বিজাতীয় ফ্যাশন, তাদের শর্ট কাপড়-চোপড়ে আমাদের বাজার সয়লাব।

মিডিয়ার প্রভাব

- কিছু জ্ঞান পাপী এবং বুদ্ধিজীবি অর্থলিপ্সায় পড়ে মিডিয়ার মাধ্যমে নিয়মিত ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে যাচ্ছেন।
- নাটক-সিনেমায় সাধারণত খারাপ চরিত্রের অভিনেতাদের মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিয়ে দেখানো হচ্ছে। ভাবখানা এমন যে হুজুর-মাওলানারা হলেন যত বাজে কাজের মূল।
- টিভিতে যেকল বিজ্ঞাপন দেয়া হয় তার বেশীরভাগই আপত্তিজনক, আমাদের ছেলেমেয়েরা সেগুলো থেকে কী শিখে? দিন দিন এগুলো দেখে তাদের ব্রেইনের ভাল সেক্টরগুলো ড্যামেজ হতে থাকে।
- টিভিতে প্রায় প্রতিটি নাটক-ই প্রেমের নাটক। এছাড়া পরিবারের সবাই মিলে দেখছি কীভাবে পরকীয়া প্রেম করতে হয়। এই বিষয়টা যেন আমাদের দেশে খুবই নরমাল।
- যেমন মোবাইল কম্পানী বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে রাতভর গল্প করছে কারণ রাত ১২টার পর বিল কম বা ফ্রী টক টাইম।
- আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি যে আমার কলেজ পড়ুয়া মেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত একটা ছেলের সাথে গল্প করছে! তাহলে তার নৈতিক চরিত্র কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে? আর আমি পিতামাতা হয়েও এগুলো কিছুই মনে করছি না।

বিভিন্ন স্টারদের অনুসরণ করার প্রবণতা

- আমার যুবতি মেয়ে ক্রিকেট তারকাদেরকে শয়নে-স্বপনে ধারণ করে, তাদের ছবি বালিশের নিচে নিয়ে ঘুমায়, ক্রিকেটার এবং ইন্ডিয়ান নায়কদের পোষ্টার নিজ রুমের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে এতে আমরা পিতামাতারা কিছুই মনে করি না।

বিভিন্ন ফিলোসফির প্রভাব

- এগুলো হাজার হাজার বছর এর প্ল্যান ঃ তর্ক শ্রাস্ত্র (লজিক) - বিভিন্ন রকম ইজম যেমন ঃ কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম, সেকুলারিজম, বিভিন্ন রকম ফিলোসফি যেমন ঃ গ্রীক ফিলোসফি, পারসিয়ান ফিলোসফি, সম্রাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত দ্বীন-ই-ইলাহী, বিভিন্ন রকম সংস্কৃতি যেমন ঃ ধ্রুপদী সংস্কৃতি, লালন সংস্কৃতি, বিভিন্ন রকম কলা যেমন ঃ শিল্পকলা, ললিতকলা ইত্যাদিও আমাদের সন্তানদের উপর দীর্ঘদিন ধরে প্রভাব ফেলে আসছে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বুদ্ধিজীবিদের প্রভাব

- স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির অনেক শিক্ষকরাই নাস্তিক অর্থাৎ আল্লাহকে বিশ্বাস করেন না। আবার এই সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বুদ্ধিজীবিদের আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট মেধাশক্তি দিয়েছেন। তাদের এই মেধাশক্তি দিয়ে তারা আল্লাহ যে নেই তা প্রমাণ করার কাজে ব্যয় করেন। তাদেরকে এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী অনুসরণ করে। তাদের থেকে শিখে ধর্ম বিমুখতা।

ইসলামকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ভাবা

- ইসলাম সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এমন হয়েছে যে কোন বাবা-মা যদি তার কলেজ বা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছেলের পড়ার টেবিলে কোন হাদীসের বই বা কুরআনের এক খন্ড তাফসীর দেখেন তাহলেই তারা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা ভাবেন আমার ছেলে এই বয়সে কুরআনের তাফসীর বা হাদীস গ্রন্থ পড়ছে কেন? সে কোন জঙ্গি দলের সাথে জড়িয়ে যায়নি তো!
- বাবা-মায়েরা সন্তানদেরকে স্টুডেন্ট লাইফে কুরআন ও হাদীস পড়তে দেন না। তারা মনে করেন এতে তার স্কুল কলেজের পড়াশোনা নষ্ট হবে, সময় নষ্ট হবে। তাদের ভয়, হয়তো সে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়র-ব্যরিষ্টার হতে পারবে না।

পর্নগ্র্যাফীর সহজলভ্যতা

- খুব সহজেই এখন বাংলাদেশে পর্নগ্র্যাফীর সিটি-ডিভিডি পাওয়া যায়। এছাড়া তো রয়েছে আনলিমিটেড ইন্টারনেট ভার্সন। আমার মেয়ে বা ছেলে সারারাত কম্পিউটারে কী এতো এসাইনমেন্ট করছে পিতামাতা হিসেবে আমি কি কখনো খোজ খবর নিয়ে দেখেছি?
- এখন পর্নগ্র্যাফী শুধু কম্পিউটারে নয় এটি চলে এসেছে ছেলেমেয়েদের হাতের মুঠায়- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। এমনও জানা যায় যে গ্রামের কৃষক ছেলেরাও এখন ধান ক্ষেতে বসে তার মোবাইলে পর্নগ্র্যাফী উপভোগ করে।
- ইউনিভার্সিটির কোন কোন হলের কমোন রুমের টিভিতে সকল ছাত্ররা একসাথে গ্রুপের সাথে বসে সারারাত পর্নগ্র্যাফী উপভোগ করে।
- আরো লোমহর্ষক ঘটনা হলো, আজকাল দেশের ইউনিভার্সিটি-কলেজের ছেলেরা বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড জীবনের অংশ হিসেবে মাঝে মধ্যেই একান্তে সময়কাটায় এবং যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলে। অনেক ছেলেরাই তার গার্লফ্রেন্ডের অজান্তে সেই দৃশ্য ওয়েব ক্যামেরা দিয়ে অথবা হিডেন ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করে ইন্টারনেটে আপলোড করে দিয়ে থাকে। আমাদের মুসলিম ঘরের ইউনিভার্সিটি-কলেজের অনেক ছেলেমেয়েদের পর্নগ্র্যাফির ভিডিও ক্লিপ এখন ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

আসুন মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনী বিস্তারিত পড়ে জেনে নেই

বর্তমানে সারা বিশ্বে রসূল (সা.)-এর বিস্তারিত জীবনীর মধ্যে সবচেয়ে authentic গ্রন্থ হচ্ছে "আর-রাহীকুল মাখতুম"। সৌদিআরবে রসূল (সা.) এর জীবনীর উপর একটি প্রতিযোগীতা হয়েছিল সেখানে ১১৮২টি পান্ডুলিপির মধ্যে "এই আর-রাহীকুল মাখতুম" সহীহ তথ্যের উপর ভিত্তি করে "প্রথম" পুরষ্কার পায়। মূল বইটি আরবী ভাষায় লিখিত। তবে "আর-রাহীকুল মাখতুম" এর ট্রান্সলেশন বিভিন্ন ভাষাতেই পাওয়া যায়। এর ইংলিশ ভার্সন হচ্ছে The Sealed Nectar.

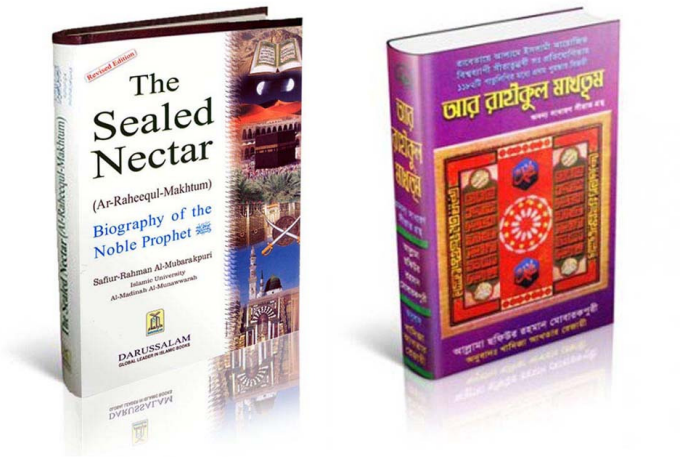

- আর-রাহীকুল মাখতুম - আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী
- The Sealed Nectar - Allama Sofiur Rahman Mubarakpuri (Darussalam Publication)
- The Message - Movie : DVD

ব্লগিংয়ের অপব্যবহার

- ইনফর্মেশন টেকনলজি কোম্পানীগুলো ব্লগিং কমিউনিকেশন ম্যাথড আবিষ্কার করেছিলেন ইউজারদের ভালোর জন্য। বিশেষ করে যারা গ্রুপিংয়ের মাধ্যমে রিসার্স করেন, মতামত ব্যক্ত করেন, সাজেশন আদান-প্রদান করেন, নলেজ শেয়ার করেন ইত্যাদি। পৃথিবীর কোন দেশে এই ব্লগিংয়ের অপব্যবহার হয়নি যা বাংলাদেশীরা করেছে। ইনফর্মেশন টেকনলজির একটা সুবিধাকে উন্নয়নের কাজে না লাগিয়ে নেগেটিভ কাজে ব্যবহার করে নিজেরা নিজেরা বিভেদ সৃষ্টি করে একরকম গৃহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরেছে।

- মনে হচ্ছে বাংলাদেশে মানুষজন ব্লগিং ইনটারফেইস ব্যবহার করে-ই একজন আরেক জনের দোষ ধরার জন্য, খুটিয়ে খুটিয়ে এক ভাই অপর ভাইয়ের ভুল-ত্রুটি বের করার জন্য, একজন অপরজনকে গালি-গালাজ করার জন্য, অপমান করার জন্য, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার জন্য, হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। সামনা-সামনি যে কাজ করতে পারছে না সেই কাজ ইচ্ছে মতো ব্লগিংয়ের মাধ্যমে করে মনের ঝাল মিটাচ্ছে। ইসলাম এই ধরণের কাজ অনুমোদন করে না।

- ব্লগিং করে নিজেদের মধ্যে সাইবার বুলিংয়ের মধ্যেই তারা শুধু সীমাবদ্ধ থাকছে না। একসময় একে অপরের ধর্মীও অনুভুতিতে আঘাত হানছে। বিশেষ করে ইসলামের উপর নানাভাবে এটাক করছে! যা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মের লোকেরা করছে না। কারা করছে এই কাজ যারা মুসলিম ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছে তারাই তার সৃষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলাকে নিয়ে নানা রকম কটুক্তি করছে, রসূল (সা.)-কে নানা রকম অবমাননা করছে। শুধু ইসলামকেই নয় এরা অন্য ধর্ম এবং তাদের ধর্মিয় বিষয় নিয়েও কটুক্তি করছে।

- আল্লাহ-রসূলকে অবমাননা করা, ইসলামকে অবমাননা করাটা যেন নতুন প্রজন্মের কাছে একটি আধুনিকতার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মূল কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে এই সন্তানদের উপর বাবা-মার কোন কন্ট্রোলিং নেই এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা নেই।

টেকনোলজির অপব্যবহার

- সন্তানদের পারসোনাল কম্পিউটার কিনে দিচ্ছি, ল্যাপটপ কিনে দিচ্ছি, নোটবুক কিনে দিচ্ছি, আইপ্যাড কিনে দিচ্ছি, ট্যাবলেট কিনে দিচ্ছি, আইফোন কিনে দিচ্ছি, আইপড কিনে দিচ্ছি। কিন্তু আমার সন্তান এগুলো দিয়ে কী করছে তার কি কোন খোঁজ খবর রাখছি। এগুলো কতটুকু সঠিক কাজে ব্যবহার করছে আর কতটুকু বাজে কাজে ব্যবহার করছে তার কি কোন ট্র্যাক আছে? বাস্তবে দেখা গেছে কলেজ-ইউনিভার্সিটির কাজের পাশাপাশি তারা এগুলোতে পর্নগ্র্যাফী দেখছে, আজেবাজে নাচ-গান দেখছে, ইন্টারনেটে অবৈধ চ্যাটিং করছে, আল্লাহ রসূলের বিরুদ্ধে ব্লগিং করছে! মোবাইলে গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করছে! আমরা বাবা-মারা এতে কিছু মনে করছি না।

- ডিসের লাইনের অপব্যবহার - বাংলাদেশে এখন এক ডজনেরও উপরে রয়েছে দেশী চ্যানেল। আর ক্যাবলের বদৌলতে তো রয়েছে শতশত আজেবাজে চ্যানেল। টিভি খুললেই অশ্লিলতা। আর এই অশ্লিলতা দেখতে দেখতে এমন হয়ে গেছে যে সকলের কাছে তা খুবই নরমাল। পরিবারের সবাই মিলে একসাথে দেখছে অশ্লিল হিন্দি নাচ-গান, সিনেমা আর পরকীয়া প্রেমের নাটক ইত্যাদি। এতে কেউ কিছু মনে করছে না।

ফেইসবুকের অপব্যবহার ঃ আমাদের সন্তানেরা দিন-দিন ফেইসবুকের মাধ্যমে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে এর নেগেটিভ দিকগুলো কী কী? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে এই আসক্ততা এতো প্রকোট আকার ধারণ করেছে যে তা কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমাদের মেয়েরা তাদের নানা ভঙ্গির ছবি আপলোড করে দিচ্ছে যা পৃথিবী জুড়ে পরপুরুষরা দেখছে। এই বিষয়ে আমাদের বাবা-মায়েদের সময় থাকতে সচেতন হওয়া উচিত। ফেইস বুকের মাধ্যমে অনেক অপরিচিত লোকদের সাথে বন্ধুত্ব হয়। এমন অনেক দূর্ঘটনা ঘটেছে যে একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে বড় ধরণের ক্রাইমের সাথে জড়িয়ে গেছে।

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
647-280-9835, amiraway@hotmail.com, www.themessagecanada.com